নীল সাগরের ঢেউ

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

সৌরভ	.....	৯
ওগো শীতের গোলাপ	.....	১০
কেন রুক্ষতায় ঢাকো	.....	১১
প্রহরীর মৃত্যু	.....	১২
মিছে নয় ও চোখের জল	.....	১৩
ও আকাশে আলো দাও	.....	১৪
দাও ফুলের জীবন	.....	১৫
মনটা আজ ভাটার টানে	.....	১৬
কুহেলিকায় সূর্য হাসে	.....	১৭
আমরা প্রকৃতিজাত	.....	১৮
ভৈরবী তুমি গান হয়ে ফের	.....	১৯
চৈত্র পবন	.....	২০
ভিড় করে বিচারশালায়	.....	২১
অপূর্ণতা	.....	২২
বোধ	.....	২৩
উত্তরাধিকার	.....	২৪
শান্তির উত্তরণ	.....	২৫
প্রস্ফুটিত কুসুম কোরক	.....	২৬
তবু রাখি স্থির বিশ্বাস	.....	২৭
অনাদরে ঝরা ফুল	.....	২৮
মুক্ত করো ফাগুনের রঙে	.....	২৯
আমাকে সুরভিত করো	.....	৩০
দ্বন্দ্বময় জীবনে	.....	৩১
তুমি জননী বলে	.....	৩২

স্বদেশের প্রতি ৩৩
এসো ক্ষুদ্র জগৎ ভাঙি ৩৪
জীবন সঙ্গীত ৩৫
রোদ ঝলমলে দিন ৩৬
এক ঝলক শারদ রোদে ৩৭
স্থিতধী হও ৩৮
ওরাও মানুষ ৩৯
এসো হে আলোর সখা ৪০
মাতৃঋণ ৪১
ডিভোর্স ৪২
মরিয়ম ৪৩
প্রমিলা পোড়ে ৪৪
হে পূর্ণ ৪৫
বিশ্বপ্রাণ ৪৬
নীল সাগরের ঢেউ উঠুক জলে ৪৭
শব্দচয়ন ৪৮

সৌরভ

চাঁপার গন্ধ ফেলে আসার দিনগুলির
স্মৃতিকে নিয়ে আজ তোলপাড় করছে—
কটি বছর কাটিয়েছিলাম একটি ছোট্ট শহরে
মাটির গন্ধ ছিল তাতে।
পাশেই হালদারদের বৃহৎ বাগান।
আর আমাদের ঘরের পশ্চিমে
একটি মজে যাওয়া নদীর ধারে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চাইত
খেজুর আর তালগাছের সারি।
বিকালের পড়ন্ত রোদ আমাদের ঘরে এসে পড়ত
তাল খেজুরের মাথা ছুঁয়ে।
কত রঙের, নাম না জানা কত পাখির আনন্দ কাকলি।
পাশেই সেই চাঁপা গাছটি।
চাঁপার গন্ধে হৃদয়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত,
যেমন মায়ের স্নেহ, হাসি
বুকের মাঝে পুলকের জোয়ার বইত।
মাকে হারিয়ে আজ হৃদয়ে গভীর ক্ষত।
চাঁপার গন্ধে মায়ের সেই উজ্জ্বল স্নেহ, হাসির মতো মন
পুলকিত হয়ে ওঠে
সব জ্বালা দূরে সরে যায় —
বাঁচার আবেগ হৃদয়কে তোলপাড় করে।

ওগো শীতের গোলাপ

নৈঃশব্দ্য, শিশির মেখে
যে গোলাপ শীতের কঠোরতা ফুটে
মেলেছিল আপন মহিমা
ঝরে ফাগুনের মৃদুমন্দ হাওয়ায়।
ওগো প্রভাতের ফাগুন—
তাল, খেজুরে দোলা দিয়ে
সজিনা — কুসুম ছুঁয়ে
যে পবন আমায় স্পর্শ করে
সে পরশে ধন্য আমি, স্নিগ্ধ আমি।
পাখির কুজনধ্বনি
রৌদ্রের চম্পক প্রভা
বারংবার স্মৃতিভ্রষ্ট করে
আবেশিত আনন্দে।
ও গোলাপ,
রূপের অন্তরালে
যে তোমার কঠোর জীবন-কথা
ফাগুনের সঙ্গীতে
মুখরিত হোক।

কেন রুক্ষতায় ঢাকো

রুক্ষ পাতার মতো
কেন তুমি নিজেকে ঝরাও অকারণ
পৌষের ঝরা পাতা কালে।
ফুলডালি নিয়ে যে বসন্ত সুরভি ছড়ায়
সে সৌরভ তোমাতে আবেশিত।
তোমার কাজল চোখে
যে হাসি, যে মায়া
বিবর্ণতায় কেন ঢাকো
মিছি মিছি বেদনা জড়ায়ে।
তটিনীর চঞ্চলতা
মধ্যাহ্নের ঝিলিমিলি ঢেউ
তোমার হৃদয় জুড়ে খেলে।
তবু কেন রুক্ষতায় ঢাকো।
শীতের ঝরা পাতা কালে।
দু বাহুর ওড়না জুড়ে
যে গোধূলি রঙে রঙে মাখা
সে বিকশিত করে তোমারই মহিমা
মৃত্তিকার গন্ধে ও রসে।

প্রহরীর মৃত্যু

আজও সেই স্মৃতি জ্বলজ্বল করে
প্রহরী নিশিকান্ত তার উজ্জ্বল হাসি
বুকের গভীর থেকে ভালোবাসার তরঙ্গগুলি
অকাতরে ছড়িয়েছিল আমাদের দিকে।
একটি সাধারণ মানুষ,
অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিল নিশিকান্ত,
না ছিল পদের মহিমা।
তাকে দেখেছি বকুল ঝরা প্রাতে
দেখেছি ঘুঘু ডাকা নিঃঝুম দুপুর বেলায়
শান্ত সাঁঝে এবং জ্যোৎস্না রাতে।
অমলিন সেই মুখখানি
স্বভাবকবির মতো সৌন্দর্য প্রিয়তা
আমাদের সকলকে আকর্ষণ করেছিল,
ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধেছিল আমাদের
আত্মীয় ছিল না, তবু সে হয়ে উঠেছিল
আমাদের আত্মার আত্মীয়।
এক দুঃসংবাদ অন্ধকার রাতে
বজ্র মেঘের মতো আমাদের বুক বিদীর্ণ করে দিল
নিশিকান্ত মৃত্যুর অভিযাত্রী।
প্রাণের তরঙ্গ হৃদয় এবং মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল।
ছুটলাম একটি প্রাণের টানে।
সারারাত নিদ্রাহীন চোখে
একটি দেহের পতন ঘটতে দেখলাম।
মৃত্যুশোকে আমরা স্তব্ধ।
সত্য আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল
মনুষ্যত্বের কি কোনো বিভেদ আছে!

মিছে নয় ও চোখের জল

হৃদয়ের গভীর হতে
যে বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে
মিছে নয় সে চোখের জল।
তুমি কেঁদেছিলে দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপী
শ্রাবণ-ধারার মতো একটানা
গভীর আকুলতা নিয়ে।
ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
গাঢ় সবুজ পাতায়
সকালের রৌদ্র হয়ে
নির্মল, অনাবিল।
আনন্দহীন রুদ্রক্ষণে
যে আঘাত
তোমার বুকের কোমলতা হানে
সে আঘাতে হয়ো না কাতর
সে বেদনা সুন্দর।
সে আঘাত, সে ব্যথা
নির্মম সত্য হয়ে ফেরে সহস্র বুকের ব্যথা ঘিরে
মিছে নয় ও চোখের জল
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতার মতো
আলোতে টলমল।